মেহেরপুরে সমবায় অফিসে গভর্নেন্স ইনোভেশন সভা ও বিদায় সংবর্ধণা

মেহেরপুর জেলা সমবায় বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে গভর্নেন্স ইনোভেশন সভা, মাসিক সমন্বয় সভা ও প্রকল্প সভা ও সদর উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ভুলেন্দ্রনাথ মৈত্রের অবসরজনিত বিদায় বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে জেলা সমবায় কার্যালযয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং বিকেলে বিদায় সংবর্ধণা দেওয়া হয়েছে।

জেলা সময় কর্মকর্তা জনাব প্রভাষ চন্দ্র বালার সভাপতিত্বে বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা সমবায় দপ্তরের উপ সহকারী নিবন্ধক মো. এনামুল হক, গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মো. মাহবুবুল হক মন্টু, সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, জেলা সমবায় দপ্তরের পরিদর্শক জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, প্রশিক্ষক মো. নুরুজ্জামান, সদর উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. সাইফুর রহমান, অফিস সহায়ক মোছা: তানজু খাতুন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা সমবায় দপ্তরের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মেহেরপুরের কৃতি ফুটবলার আমিরুলের মৃত্যু

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন মেহেরপুর শহরের কাসারীপাড়ার আমিরুল ইসলাম (৫৩)।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টার সময় কেপাটাউনে তিনি

মৃত্যুবরণ করেন। আমিরুল ইসলাম সংসারের উন্নতির আশায় ২০১০ সালে দেশ ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি কাসারীপাড়ার আওলাদ হোসেনের ছেলে। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে মেহেরপুরের কাসারীপাড়ায় বসবাস করেন।

আমিরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা ফুটবল দলের কৃতি ফুটবলার ছিলেন। সাঁতার ও অ্যাথলেটিক্সেও তার ভালো অবস্থান ছিলো।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আমিরুল ইসলামের মৃত্যুর খবর পেয়ে তার লাশ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিয়কালে নবাগত ইউএনও

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে গড়া সোনার বাংলা গড়তে হলে সাংবাদিকদের আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে। সরকারের উন্নয়নকে আরও বেশি তুলে ধরতে হবে। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে সমাজের অনিয়মন দুর্নীতি, উন্নয়নসহ বিভিন্ন কিছু মানুষ যেমন জানতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে সরকারের উন্নয়নের কথাও জানতে পারে। সাংবাদিকদের দেয়া তথ্য সঠিক হওয়ায় সেখানে তড়িত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে জনদুর্ভোগ নিরসন হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তিরিত হচ্ছে এটি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে উপজেলা প্রশাসন সর্বদা কাজ করবে।

সরকারের সমস্ত কাজের অংশিদার স্থানীয় ও মফস্বল সাংবাদিকরাও। সরকারের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনারা পাশে থাকবেন এমন প্রত্যাশা করেন। সাংবাদিকরা পাশে থাকলে সোনার বাংলায় সোনার গাংনী উপহার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। গাংনী উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা সিদ্দিকা সেতু সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন।

মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভা কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন উপজেলা প্রশাসন।

নবাগত উপজেলা নির্বাহি অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু গত সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। যোগদান শেষে দ্বিতীয় দিনে তিনি গাংনীর উন্নয়ন ও পরিবর্তন নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাদির হোসেন শামীম। সাংবাদিকদের সাথে বিভিন্ন মতামতের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার ইটভাটায় সৃষ্ট দুর্ভোগ নিয়ে বিষদ ভাবে আলোচনা করা হয়। এসময় সাংবাদিকার বলেন, গাংনী উপজেলার ইটভাটা মালিকরা অপ্রাপ্ত ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহিন চালক দিয়ে উপজেলার বিভিন্ন রাস্তায় ইট বহন করে চলেছে। এসকল ইট বহনকারি ট্রলি স্যালোইঞ্জিন চালিত এবং ফিটনেস বিহিন। যার ধাক্কায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে। এসকল ইট বহনকারি ট্রলির ধাক্কায় উপজেলায় অনেক শিশূর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এসকল ইট বহনকারি গাড়ির চালক ও মালিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানানো হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, গাংনী রিপোর্টারস ইউনিটের সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু, বাংলা টিভি, দৈনিক মানবকন্ঠ,দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ও ঢাকা পোষ্টের জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান , যায়যায়দিন পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ, দৈনিক লাখোকন্ঠের জেলা প্রতিনিধি রফিকুল আলম বকুল,দৈনিক আমাদের সুর্যোদয়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আতিক স্বপন, দৈনিক ইত্তেফাক উপজেলা প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, উপজেলায় বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকরা গাংনী উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সঠিক ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার প্রত্যাশা করেন। গাংনী উপজেলার উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে তিনি সকল সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়া ও বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়া মাহফিল ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়।

মঙ্গলবার (২১শে মার্চ) সকাল ১০টার দিকে হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সহ সভাপতি এ্যাড. ফিরোজুল হক, কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু নাতেক ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জাসদের সাবেক সভাপতি হারুন অর রশীদ, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মহিবুল ইসলাম, হাজী আবু হানিফ বিশ্বাস, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য প্রদান ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন শেষে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের দোয়া মাহফিল ও বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এসময় হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে উন্নয়নের ওয়াকওয়ে; ভৈরব পাড়ে চাপা কান্না

মেহেরপুর ভৈরব নদ পুন:খনন ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত জমির মালিকদের চাপাকান্নায় এলাকার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, সৌন্দর্য বর্ধণের লক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে সদর উপজেলা হয়ে মুজিবনগরের কিছু অংশ পর্যন্তÍ ভৈরব নদের দুই পাশে ১৬.৮ কিলোমিটার ওয়াকওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। যে কাজটি পেয়েছে কুষ্টিয়ার সৈকত এন্টার প্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তাদের কাজটি দেখভাল করছেন মেহেরপুরের আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাহিনুরজামান পোলেনসহ চারজনের একটি গ্রুপ।

গতকাল সোমবার ভৈরব নদের ওয়াকওয়ের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা নিয়ে নদের তীরবর্তি মানুষের চাপা কান্না। না পারছে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে, না পারছে জমি হারানোর ব্যথা সইতে। যাদবপুর গ্রামের প্রায় ২০ থেকে ২৫ জনের মালিকানা জমি ওয়াকওয়ের জন্য হারাতে হচ্ছে। তারা কোথাও কোন সদুত্তর পাচ্ছেন না।

অপরদিকে, ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে দেখা গেছে, গাথুনিতে লোকাল বালি ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ফিলিংয়ের কাজে ব্যবহার করার কথা। ১:৪ অনুপাতে সিমেন্ট ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও স্থানীয়রা জানান, ১:১০ ভাগেও সিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নির্মাণকাজ স্থায়ী হবে না বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া পর্যন্ত যে অংশে ওয়াকওয়ে করা হয়েছে তানিয়েও স্থানীয়দের অভিযোগ রয়েছে। ওয়াকওয়ে কোন লেভেল করা হয়নি। উন্নয়নের নামে শুধু সরকারের টাকা নষ্ট হচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের ভয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না। বলেও কিছু হচ্ছে না বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

যাদবপুর গ্রামের আব্দুল আজিজ বলেন, তিনি ২০১৩ সালে ১৮ কাঠা জমি

কিনেছেন। যা সিএস, এসএ ও আরএস রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে। ওই জমিতে বিভিন্ন ফলের বাগান ছিলো। ওয়াকওয়ে করার জন্য আমার বাগান কেটে জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। জমি নেওয়ার আগে কোন ধরণের নোটিশও দেওয়া হয়নি। কিছু বলতে গেলে পোলেন মাস্তান বাজে ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হুমকি দেয়।

একই গ্রামের নাসির উদ্দিন বলেন, তার ১একর ১৩ শতকসহ ৭ ভাইয়ের ৩ একর ৩২ শতক জমি ওয়াকওয়ের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওয়াকওয়ের কাজ শুরুর আগে জেলা প্রশাসকের কাছে কাজ বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করেও কোন ফল পাননি বলে অভিযোগ করেন।
তিনি আরো বলেন, ভৈরবের উপর দিয়ে রাস্তা করবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাজ করার আগে জরিপ করলো না কেন। পরে একদিন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউএনও, এসি ল্যাণ্ড এসে ঠিকাদারদের বললেন ওয়াকওয়েটা একটু নিচ দিয়ে করতে, কিন্তু ঠিকাদাররা কথা না শুনে উপরদিয়ে করে আমাদের জমি দখল করে নিয়েছে। কিছু বলতে গেলে ঠিকাদার পোলেনসহ তার লোকজন তেড়ে তেড়ে মারতে আসে।

মেহেরপুর শহরে ঘাটপাড়ার রাফিউল ইসলাম বলেন, তাদের সাড়ে তিন বিঘা জমির মধ্যে প্রায় এক বিঘা জমি ওয়াকওয়ের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। পৌর এলাকার জমি অনেক টাকা দিয়ে আমাদের বাপ-দাদারা কিনেছেন। এখন সেই জমি উন্নয়নের নামে ওয়াকওয়ের জন্য দিয়ে দিতে হচ্ছে। এভাবে অনেকের জমি এতে চলে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থরা পৌর মেয়রের কাছে আবেদন করলে মেয়রের হস্তক্ষেপে শহরের অংশে কাজ বন্ধ রয়েছে।

গাংনী উপজেলার সহগলপুর গ্রামের নাসিম আহমেদ বলেন, ওয়াকওয়ে খুব বাজেভাবে কাজ করা হয়েছে। রাস্তার কোন লেভেল করা হয়নি। ফলে খুব দ্রুত ওই রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে। উন্নয়নের নামে সরকারের টাকা নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন ওয়াকওয়ের কোন কাজ চলছে বলে স্বীকার করতে চাচ্ছিলেন না। পরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের কথা বললে তিনি জানান, মামনু, পোলেনসহ কয়েকজন দেখা শুনা করছেন। অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ফোনে কথা না সরাসরি দেখা করে কথা জানাবেন বলে জানান।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন, পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী নদের কিনারা থেকে ১০

মিটার (৩৩ ফুট) পর্যন্ত জমি নদের অর্থাৎ খাস খতিয়ান হয়ে যাবে। ওই জমি অন্য যে কারো নামে, এমনি যে কোন রেকর্ড থাকলেও সেটি নদী বা নদের মালিকানায় আসবে। তবে ভৈরব নদের পাড়ে যেগুলো এমন আছে সেগুলো এতদিনে সংশোধন হওয়া দরকার ছিলো।

ওয়াকওয়ে নির্মানের বিষয়ে তিনি বলেন, সিডিউল অনুযায়ী যে মানের নির্মাণসামগ্রী এবং যেভাবে নির্মান করার কথা বলা হয়েছে সেভাবেই কাজ দেখে নেওয়া হবে। এর ব্যত্যয় মেনে নেওয়া হবে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন, সম্প্রীতি অনুষ্ঠিত আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন, মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি, আসন্ন রমজান উপলক্ষে বাজার স্থিতিশীল রাখা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

ডিসি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনার অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলায় সর্বমোট ১১৭টি গৃহ (মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৬১টি, গাংনী উপজেলায় ৪৭টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৯টি) হস্তান্তর করা হচ্ছে। ৪টি পর্যায়ে মেহেরপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত নির্মিত গৃহের সংখ্যা সর্বমোট ৩৯৯টি (মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৯২টি, গাংনী উপজেলায় ১৬৫টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪২টি)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, ।

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, বাসসের সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, দৈনিক ভোরের কাগজ সাংবাদিক মর্তুজা ফারুক রূপকসহ মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের বিভিন্ন সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ৩ দিনের কৃষি মেলা শেষ এক দিনেই!

টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ির আয়োজনে,১৮ ই মার্চ শনিবার মুজিবনগরে আম্রকাননে ৩ দিনব্যাপী কৃষক সমাবেশ ও কৃষি মেলার উদ্বোধন করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেন প্রধান অতিথি থেকে মেলার উদ্বোধন করেন ।

উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকে জানানো হয় ১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মেলা ও কন্দাল ফসল প্রদর্শনী করা হবে।বিভিন্ন সংবাদ পত্র,অনলাইন পোর্টালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রকাশিত সংবাদে ৩ দিন মেলা হবে সে তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া ব্যানারেও সে তথ্য দেওয়া ছিল। কিন্তু ১৮ মার্চ উদ্বোধনের পর আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ চলে যাওয়ার সাথে সাথে মেলার স্টলসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেই উপজেলা কৃষি বিভাগ।
কি কারণে বন্ধ হলো এমন কথা জানতে চাইলে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি বিভাগ এবং মুজিবনগর কৃষি বিভাগ থেকে তেমন কোন সদুত্তর দিতে পারিনি। কৃষি বিভাগের দাবি উর্ধতন কতৃপক্ষের আদেশেই মেলা বন্ধ করা হয়ছে।
কোন ঘোষনা ছাড়াই হটাৎ মেলা বন্ধ হওয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকার কৃষকরা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে সরকার সে উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, মানিকনগর, ভবেরপাড়ার বেশ কয়েকজন কৃষক জানান, উদ্বোধনের দিন শুনলাম তিনদিন থাকবে। কিন্তু গত রবিবার

সকালে মেলা স্থলে গিয়ে কোন কিছুই দেখা যায়নি। কন্দাল ফসলের চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বর্ধিত জনগোষ্টির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। প্রকল্প এলাকায় কন্দাল ফসলের আবাদ বাড়ানো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টি আলু, গুলকচু, মুখীকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছ আলুর প্রমানিতজাতগুলো সম্প্রসারণ করা। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর-আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষন, উদ্বুদ্বকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমরে মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা। উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংরক্ষন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদেশে কন্দাল ফসল রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা এই প্রবল্পের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুজিবনগরের আম্রকাননে কৃষিমেলার হটাৎবন্ধ হওয়ায় এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা এমন প্রশ্ন অনেকের।

কন্দাল ফসল চাষের উপযোগী মাটি, জলবায়ু ও চাষের চাহিদার ওপর ভিত্তিতে দেশের আট বিভাগের ৬০ জেলার ১৫০ টি উপজেলাকে এই প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। তার মধ্যে মুজিবনগর একটি।

মেহেরপুর কৃষি বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ি এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৬ কোটি ৩১ লাখ ৮৯ হাজার টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৯শ ৮১ ব্যাচ কর্মকর্তা-কর্মচারি, কৃষক, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষন দেয়া, ২ হাজার ৮৪৪টি কৃষক মাঠ দিবস, ৪৫০ ব্যাচ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং ৩০০টি কৃষিমেলার আয়োজন করার কথা। আগামী ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার এবং মুজিবনগর উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকা কৃষি অফিসার আলমগীর হোসেন জানান, সবার সাথে আলোচনা করা হয়েছে যেহেতু প্রতিমন্ত্রী মহোদয় থাকবেন বড় প্রোগ্রাম খরচ অনেক বেশি তাই একদিনে শেষ করা হয়েছে।
মেলা বন্ধের জন্য প্রকল্প পরিচালকের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। অথচ মেলায় ডেকোরেশনকারী ডেকোরেটরের মালিক শাহিন আলী বলেন, আমার সাথে কৃষি অফিসারের একদিনের চুক্তি ছিল। তাই উদ্বোধনের দিনই সব ভেঙে ফেলা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কৃষি অফিসের এক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বলেন, উর্ধতন কতৃপক্ষের নিদের্শেই মেলা বন্ধ করা হয়েছে।

কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মোখলেছুর রহমান মোবাইল ফোনে জানান, মেলা তো তিনদিন হওয়ার কথা। সময়ের আগের মেলা বন্ধ

হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তারপরও আমি উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে কথা বলে বিষয়টি দেখছি।

গাংনীতে কীটনাশক পানে যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রেমিকার সাথে পরিবারের লোকজন সম্পর্ক মেনে না নেয়ায় অভিমান করে কীটনাশক পান করে স্বপন (২২)। নামের এক যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যার্থ হয়েছে।

সোমবার সকালে সে ভুট্টা ক্ষেতে দেয়া কীটনাশক পান করে সে। পরিবারের লোকজন টের পেয়ে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। ওই যুবক মেহেরপুরের গাংনীর রুয়েরকান্দি গ্রামের মালেশিয়া প্রবাসী শহিদুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

স্বপনের নানী জরিনা খাতুন জানান, স্বপন তার সহপাঠি প্রতিবেশী সাহেব আলীর মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের সাথে প্রেমজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় দু’বছর যাবত উভয়ের মাঝে মন দেয়া নেয়ার বিষয়টি স্বপনের পরিবারের লোকজন জেনে যায়। এনিয়ে প্রেমিকার পরিবারের সাথে বেশ কয়েকবার দ্বন্দ্বও হয়। কয়েকদিন আগে স্বপন তার পরিবারের কাছে প্রেমিকার সাথে বিয়ের দাবী তোলা।

এ দাবী প্রত্যাক্ষান করায় অভিমানে আত্মহত্যার জন্য কীটনাশক পান করে স্বপন। কীটনাশক পান করার পর মোবাইল ফোনে স্বপন তার পিতা শহীদুল ইসলামকে কীটনাশক পান করার বিষয়টি জানালে শহীদুল ইসলাম বাড়িতে জানায়। পরিবারের লোকজন স্বপনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার পর স্বপন আশংকামুক্ত বলে জানিয়েছেন জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির হাসান।

মেহেরপুরে মরহুম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জন্মবার্ষিকী পালন

শান্তির জন্য পরিবর্তন,পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পার্টি এই স্লোগানে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আহ্বায়ক কমিটির আয়োজনে এ কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ন আহ্বায়ক কেতাব আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল হামিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য বাবলু বিশ্বাস, কুতুব উদ্দিন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন,জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মামলত হোসেন, নজরুল ইসলাম, জান মোহাম্মদ মিন্টু, ইকবাল হোসেন, সেলিম রেজা প্রমুখ।

মুজিবনগরে কৃষক সমাবেশে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ

হাসিনা সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন কৃষকদের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়, আকাশ থেকে কালো মেঘ দূর হয়ে যায়, কৃষকরা স্বস্তি পায় কারণ তারা জানে তারা সার পাবে তেল পাবে উন্নত মানের বীজ পাবে। তিনি মাঠের পরে মাঠ রাস্তা করে দিয়েছেন। তিনি জানেন কৃষক ভালো থাকলে দেশের মানুষ ভালো থাকবে দেশ ভালো থাকবে।

আজ আমরা সেই দুর্বিসহ দিনের কথা ভুলে গেছি।২০০৮ সালের আগে দেশে সারের যে অব্যবস্থাপনা ছিলো। কৃষকরা ঠিক মত সার পাচ্ছিলেন না, ৬০ টাকা কেজি ইউরিয়া সার কিনেছেন। এমওপি পাওয়া যাচ্ছিলো না। ৯০ টাকা কেজি দরে এমওপি কিনতে হতো।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ কৃষিতে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি বান্ধব সরকার।আজ সারা বাংলাদেশে পরিবর্তন ঘটে গেছে।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিঘাপ্রতি থেকে ৭ মনের বেশি ধান পাওয়া যেতনা। আজকে উন্নত মাধ্যমে ৩০ মন পর্যন্ত ধান পাওয়া যাচ্ছে। আজ গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে। গ্রামে বসেই মানুষ শহরের সকল সুবিধা পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে কৃষি ফসল মাঠ থেকে ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো যায়। এর ফলে কৃষিতে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে। দেশে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন কারণে কৃষকের মাঠে পড়ে থাকা কৃষি যন্ত্রপাতি নিরাপদে থাকে।

রবিবার বিকালে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মুজিবনগর কৃষকলীগ এর আয়োজনে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন।

কৃষক সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিকের সঞ্চালনায় সমাবেশর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন। কৃষক সমাবেশের উদ্বোধক ছিলেন, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উল আলম শান্তি। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এড: আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, বাংলাদেশ কৃষক লীগের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কৃষক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্নসম্পাদক এড: ইব্রাহিম শাহীন, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

কৃষক সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগ সহ উপজেলা কৃষক লীগ এবং ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কৃষক লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।